Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Qualified Prescriber
Length of the interview/discussion: 35:41min.
ID: IDI_AMR208_SLM_GovtVet_R_29 Oct 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	30	DVM, MS (Physiology)	Qualified Practitioner	Animal	Years	Banglai	

প্রশ্নকর্তা: আসসালামুআলাইকুম । আমি হচ্ছি এস.এম. এস। আমি ঢাকা আই.সি.ডি.ডি.আর.বি মহাখালি কলেরা হাসপাতালে কাজ করি । আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি যেখানে আমরা বুঝার চেষ্টা করছি যে মানুষ এবং বাসা বাড়ি সমূহে পশু-পাখি যখন অসুস্থ হয় তখন তারা কি করে ? পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায়? এবং এই অসুস্থতা সমূহের জন্য তারা এন্টিকায়োটিক ক্রয় করে কিনা? বা আপনাদের কাছে আসে কিনা ? এবং আপনারা যখন এন্টিবায়োটিক তাদেরকে দিয়ে থাকেনকি ধরনের এন্টিবায়োটিক তাদেরকে প্রেসক্রাইব করে থাকেন?তো আপনার এই যে তথ্য আমরানিব, এটা সম্পূর্ণ গোপনীয় ভাবে আই.সি.ডি.ডি.আর.বি মহাখালি কলেরা হাসপাতালে সংরক্ষন করা হবে শুধু মাত্র গবেষনার কাজেই এই তথ্য সমূহ ব্যবহার করা হবে। অন্য কোনো কাজে এটা ব্যবহার করা হবে না । তো কেমন আছেন ?

উওরদাতা: ওয়ালাইকুম আসসালাম । আলহামদুলিল্লাহ ভালো । আমাদের উপজেলা প্রনী সম্পদ কর্মকর্তা কার্যলয় পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন।

প্রশ্নকর্তা: ধন্যবাদ ।

উওরদাতা: আর আপনারা যে রিসার্চ কার্যক্রম শুরু করছেন এজন্য আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি যে এধরনের রিসার্চ কার্যক্রম আরো হাতে নেওয়া উচিৎ ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: আর কোঞ্চেনের ক্ষেত্রে আমি আপনাকে পারসোনালি রিকোয়েস্ট করবো যদি একসাথে অনেক গুলা কোঞ্চেন না হয়ে ইস্পেসিফিক একটা একটা হয় তাহলে বলতে সুবিধা হবে ।

প্রশ্নকর্তা: জি । ধন্যবাদ আমি চেষ্টা করবো । আচ্ছা আপনার কাছে কি মনে, হয় সময়ের সাথে সাথে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে না হ্রাস পাচ্ছে ?

উওরদাতা: বাংলাদেশে আমার কাছে মনে হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

প্রশ্নকর্তা: জি এই বিষয়ে যদি একটু বিস্তারিত খুলে বলেন কিভাবে আপনি এটা মনে করছেন?

উওরদাতা: আমি এই জন্য মনে করতেছি যে লাইভ স্টোকের ক্ষেত্রে বিশেষ করে লার্জ এনিমেল যেখানে সিম্পল ইমভাইজেশন সেক্ষেত্রে আমরা তার ডাইজেস্টিভ, স্টিমুলেন্ট , এপিটাইজার এরকম কিছু ঔষুধপত্র দিলে দেখা যাচ্ছে কভার হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে তারা দোকানদার এবং পল্লী চিকিৎসকের কাছে শুনে সালফার ড্রাগ মানে কোনো ডোজ মেনটেইন করতেছে না । একদিন , দুইদিনের ব্যবধানেই তারা নিয়ে নিচ্ছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: তারা কাজ পাচ্ছে কিন্তু ঐটা তাদের প্রোয়োজন ছিল না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উওরদাতা: এজন্য আমার মনে হচ্ছে , শুধু এটা না আরো অনেক কারন থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক সচারচর আপনি বেশী লিখে থাকেন?

উওরদাতা: আমার কাজের জন্য আসলে অনেক ডাইভারসিফাইড এন্টিবায়োটিক লাগে ।

প্রশ্নকর্তা: জি । যেমন কিছু যদি --- ?

উওরদাতা: যেমন পেনিসিলিন , স্ট্রিপটোমাইসিন , সালফার ড্রাগ ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: তারপর সিপ্রোফ্লক্সাসিন , তারপর সেপ্রাভারসেডিয়াম, তারপর স্ট্রোক্সজল

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: পলিসটার সালফেড , অক্সিটেট্রাসাইক্লিন বা অক্সিসাইক্লিন । এমপিসিলিন ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: মোটামুটি এগুলো বেশী ব্যবহার হয় ।

প্রশ্নকর্তা: এগুলা বেশী হয় , আচ্ছা । এই এন্টিবায়োটিক গুলো বেশী ব্যবহার হয় কি জন্য মানে কোন সেন্সে ?

উওরদাতা: যখন দেখি গ্রাম পজিটিভ ,ওরগানিসম যে জীবানুটা হইছে সেক্ষেত্রে আমাদের পেনিসিলিন বা এই জাতীয় ঔষুধের বিকল্প নেই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: আমি টু দা পয়েন্টে সেখানে দিচ্ছি । যখন দেখা যাচ্ছে মেসটাইটিস হইছে , মেসটাইটসের অনেকটা লার্জ স্কেল ওরগানিজম থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: মূলত এটা মেনেজমেন্টাল ডিজিস হিসেবে আমরা মনে করি , কিন্তু তারা যখন মেনেজমেন্টটা ঠিক মত করতে পারতেছে না এটা পরবর্তী একটা খারাপ কনডিশনে গেঙ্গগিনের পর্যায়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: তখন এন্টিবায়োটিক ছাড়া আমাদের কোনো পথ থাকে না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । এছাড়া আর কোন কারনে দেন কিনা এন্টিবায়োটিক? যেটা বললেন যে ডিজিজের খুব সিরিয়াস কনডিশনে চলে গেলে ?

উওরদাতা: না আমরা সাধারনত এন্টিবায়োটিক প্রয়োজন ছাড়া যেটা , স্পেসিফিক এটা মনে না হওয়া পর্যন্ত আমি এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । মানে প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখা বা বিক্রির ক্ষেত্রে , এন্টিবায়োটিক দেয়ার ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক লেখার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমস্যা বা চেলেঞ্জ আপনি কি মনে করেন?

উওরদাতা: হ্যাঁ আমি চেলেঞ্জ মনে করি ।

প্রশ্নকর্তা: মানে কিভাবে কিরকম?

উওরদাতা: আমার কাছে যখন আসে ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: তখন ভালো ভাবে হিসট্রি নিতে গেলে দেখা যায় অলরেডি সে অনেকগুলো এন্টিবায়োটিক খাওয়ায় ফেলছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: দেখা গেছে ডাইরয়িা সমস্যা নিয়ে আসতেছে ফুল ডাইরিয়া ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: যেটা হয়তো প্রথমেই আমার কাছে আসলে অল্প দিয়েই কভার করা সম্ভব , যেখা যায় পাচঁটা সালফার ড্রাগ দরকার ছিল সে একটা একটা করে অনেকদিন দশদিন পনেরো দিন খাওয়াইছে । তখন তার পরবর্তী ঐ ড্রাগটা কাজ করে না তখন আমি হিমশিম খেয়ে যাই যে আমি কি দিবো ? অনেক সময় কাজ করতে চায় না ঐ সময় সমস্যা টাই-- ।

প্রশ্নকর্তা: মানে সেক্ষেত্রে আপনি কি করেন?

উওরদাতা: সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঐ গ্রুপটা আমাকে চেঞ্জ করতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: অনেক সময় তাও কাজ করে না । পরবর্তীতে হয় সেটা , কি হয় সেটা আমাদের কাছে ঐভাবে অথেনন্টিক নিউজ নাই কি হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা মানে ওরা কি আর পরবর্তীতে আবার আসে , না ?

উওরদাতা: সব সময় আসে না । সব সময় ফিড বেকটা দেয় না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উওরদাতা: হয়তো বা এমন হতে পারে যে আমাদের অজানতে সেটা স্লটারে চলে যেতে পারে । কিন্তু আমার কাছে ডাটা নেই ।

প্রশ্নকর্তা: তথ্য নাই আচ্ছা বুঝতে পারছি । আপনি কি মানে এন্টিবায়োটিক মাত্রায় কত ডোজ বা কত দিন খেতে হবে এটার কোনো সাইড এফেক্ট আছে কিনা বা রেজিসটেন্স এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে থাকেন?

উওরদাতা: হ্যাঁ আমি তাদের কে যতটুকু ওদের সময় সাপেক্ষে যতটুকু পারি চেষ্টা করি তাদেরকে এটা বুঝানোর জন্য । যে আপনি যে এই মুহূর্তে এটা দিচ্ছেন এটা কিন্তু এতদিন পর্যন্ত এটার ডিম খাওয়াটা ঠিক না , এটার মাংস খাওয়াটা ঠিক না , যে এটার দুধ খাওয়াটা ঠিক না , এটা বুঝানোর চেষ্টা করি , উদাহরন দেই যে ইউ.এস.এ. , উ.কে. ঐ সমস্ত দেশে ঐটা মানে আমাদের ও মানা উচিৎ ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: যতটুকু পারি একটু চেষ্টা করি , এবং অনেক সময় ঐযে লিফলেট যে থাকে ঐখানে দেখায় দিয়ে বলি এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে একটু পরবেন ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আাচ্ছা ।

(০৫:০৮)

উওরদাতা: এরকম বলে থাকি ।

প্রশ্নকর্তা: মানে প্রেসক্রিপশনে যখন এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করেন সেক্ষেত্রে এটার ডোজ সম্পর্কে তাদেরকে ডিটেলস্ বলেন কিনা কিভাবে খাবে ?

উওরদাতা: হ্যা জি , ডিটেলস আসলে না ডোজ সম্পর্কে বলা হয় না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা কি বলেন এমনে ?

উওরদাতা: ডোজ সম্পর্কে বলা হয় না ।

প্রশ্নকর্তা: ডোজ সম্পর্কে কি বলেন ?

উওরদাতা: দেখা যায় যে এটার একশ কেজি ওজনের জন্য যদি এক গ্রাম হয়ে থাকে , বলে দেই যে এক গ্রাম করে চব্বিশ ঘন্টা পরপর অথবা যদি কোনটা বারো ঘন্টা পরপর হয় ; বলে দেই বার ঘন্টা পরপর এতদিন এটা কনটিনিউ করবেন । যদি ভালোও হয়ে যায় , তারপরেও এটা এতদিন কনটিনিউ করবেন ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: কারন এটার নির্দিষ্ট পরিমানে ডোজ আছে ।

প্রশ্নকর্তা: আর কতদিন খেতে হবে ?

উওরদাতা: হ্যা এটাও বলে দেই , ঐখানে কাগজে লেখা থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: লেখা থাকে , আচ্ছা এটা কি বাংলায় নাকি ইংরেজীতে লেখা ?

উওরদাতা: বাংলায় ।

প্রশ্নকর্তা: বাংলায় লেখে দেন আচ্ছা । এবং সাইড এফেক্ট সম্পর্কে বলেন এন্টিবায়োটিকের সাইড এফেক্ট ?

উওরদাতা: এটার সাইড এফেক্ট সব কয়টা বলার মত আমাদের সময় হয় না । তো মাঝে মাঝে বলে দাওয়া হয় ।

প্রশ্নকর্তা: মাঝে মাঝে বলে দেন । আর রেজিসটেন্স এ সম্পর্কে বলেন? ব্যাখ্যা করেন ?

উওরদাতা: এটা আসলে সব সময় সম্ভব হয় না , যেমন আপনার সামনেই কিন্তু কিছুক্ষন আগে একজনকে বললাম ।

প্রশ্নকর্তা: জি জি ।

উওরদাতা: কিন্তু এভাবে কয়জন কে বলবো ?

প্রশ্নকর্তা: হ্যা আচ্ছা ।

উওরদাতা: আমরা এটা সাধারনত বৈঠক অথবা বড় যদি কোনো ট্রেনিং প্রোগরাম হয় তখন এটা বিশেষ ভাবে বলে থাকি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পাছি । আপনি কোন কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকেন সাধারনত? কোন কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক গুলো প্রেসক্রাইব করেন বেশীর ভাগ?

উওরদাতা: আমি কিছু এন্টিবায়োটিকের নাম বললাম কিছুক্ষন আগে আমি এই ঔষুধ গুলোই বেশী ব্যবহার করে থাকি ।

প্রশ্নকর্তা: তবু যদি একটু ধারাবাহিক ভাবে বলেন , মানে আমি ঐভাবে শুনতে চাচ্ছি নাম প্লাস কোনটা কোন জেনারেশন ফাস্ট জেনারেশন না সেকেন্ড জেনারেশন না থার্ড জেনারেশন ? যদি ফাস্ট জেনারেশনেরটা বলি ? ফাস্ট জেনারেশনের ---

উওরদাতা: আমার সব গুলো মুখস্ত নেই যে কোনটা কোন গ্রুপের ভিতরে পড়তেছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । মানে যেমন ধরেন এজিট্রোমাইসিন বা ফাস্ট জেনারেশনের কয়টা এন্টিবায়োটিক ---

উওরদাতা: মানে এন্টিবায়োটিক গুলো বলি আপনি জেনারেশন গুলো কাইন্ডলি ভাগ করে নিয়েন ।

প্রশ্নকর্তা: এখন আমিতো এই বিষয়ে ভালো জানি না । সেক্ষেত্রে যদি যেটা যে জেনারেশন মানে যেটা মনে হয় ।

উওরদাতা: সেট্রাক্সম ব্যবহার করি ।

প্রশ্নকর্তা: জি । এটা কোন জেনারেশনের পাশাপাশি একটু বলবেন ? কাইন্ডলি আপনি যেটা মনে করেন ।

উওরদাতা: এইটা সম্ভবত থার্ড জেনারেশন ।

প্রশ্নকর্তা: থার্ড জেনারেশন , সেট্রাক্সিম; আচ্ছা । তারপরে?

উওরদাতা: সেট্রালভারসোডিয়াম ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: এটা একেবারেই লেটেস্ট আপডেট ।

প্রশ্নকর্তা: এটা তাইলে কোন জেনারেশন এখন ফোর্থ ?

উওরদাতা: এটা বলতে পারতেছি না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আর?

উওরদাতা: আর পেনিসিলিন এবং সেপ্রোমাইসিন এই কম্বিনেশনটা এখন পর্যন্ত ভালো কাজে দিচ্ছে, এটা অনেক আগে থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে এর জেনারেশন ও বলতে পারতেছি না ।

প্রশ্নকর্তা: আর কোন গ্রুপের দেন?

উওরদাতা: সিপ্রোফ্লাক্সাসিন আমি ইউজ অনেকটা বাদ দিয়ে দিছি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: কারন খামারিরা আমার কাছে এসে বলে , ব্রয়েলার খামারী যে স্যার পনেরো দিন পরে থেকে আমি প্রতেকদিন সিপ্রোফ্লক্সাসিন দেই , যার জন্য পোল ডে তে আমি সেপ্রোফ্লক্সাসিন এখন আর লেখি না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: টোটালি স্টপ । মানে এরা ও.টি.সি এর মতো এটা ব্যবহার করে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা এটা কোন জেনারেশন ?

উওরদাতা: আমার এখন মনে নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আাচ্ছা আচ্ছা । অসুবিধা নাই ।

উওরদাতা: কাজের চাপে এগুলা ---

প্রশ্নকর্তা: আর কোনো এন্টিবায়োটিক কি আছে ? আর কোনো গ্রুপ ?মানে যে কয়টা বললেন এর বাইরে ?

উওরদাতা: আমরা অনেক কম্বিনেশন ব্যবহার করি যেমন কে.পি.এন.ডি.,; কানামাইসিন, পলিসটিন, নিউমাইসিন, ডেক্সামেদাসন ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: টাইলো কিসিগোল্ড । টাইলোসিন আন্ডারেট , তারপরে পেডেসেলন । তার সাথে আর একটা কি যেন কম্বাইন্ড আছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: সম্ভবত শুধু পি,এন,ডি,; পলিসটিন, নিউমাইসিন, ডেক্সামেদাসন ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: তারপর পোলর্টি এর ক্ষেত্রে কিছু ঔষুধ আছে । যেমন এমোক্সাসিন প্লাস , এমোক্সিলিন পলিসর্টিন । তারপর এম.পি. পাওয়ার । এমিসিলিন পলিসটিন । তারপর রেনাসিটি , পলিসটিন ট্রাই মেথোপোলিন ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: এরকম কিছু ঔষুধ ।

প্রশ্নকর্তা: মানে এই কম্বিনেশনটা ইউজ করার কারনটা কি ?

উওরদাতা: কম্বিনেশন ইউজ করার কারন হিসেবে আমি দেখি যে এই কিছুক্ষন আগে একটা ফামারে দেখলাম এইযে বয়লার মুরগী নিয়ে আসছে সেখানে পক্সিডিয়া এবং সালমানাইকোলায়েড কম্বাইন্ড ইনফেকশন ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উওরদাতা: এক্ষেত্রে যদি আমি শুধু পক্সিডিয়ার মেডিসিনটা দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে সালমানাইকোলায়েড লোডটা বেড়ে গিয়ে মরটালিটি রেটটা বাড়তে পারে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: তখন আমাদের কিছু করার থাকে না তখন কম্বাইন্ড ছাড়া উপায় নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: ওকে তো আগে সেভ করতে হবে , কারন তারটা যদি আমি হাউজেনিক দিক থেকে চিন্তা করে সেভ করতে যাই । বাংলাদেশে তাদের মার্কেট প্রাইজ বা মার্কেট ভেল্যু ঐরকম নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: তখন সে লুজার হয়ে যাবে আললিমেটলি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । কোন নির্দিষ্ট রোগীকে মানে , যদি খামারীকে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হবে কি হবে না এইযে একটা ডিসিশন নাওয়ার বিষয়; সিদ্ধান্ত নাওয়ার বিষয় এই সিদ্ধান্তটা আপনি কিভাবে নিয়ে থাকেন ? যে আমি কি তাকে এন্টিবায়োটিক দিবো কি দিবো না ? এইযে একটা ডিসিশন নাওয়ার বিষয় --

উওরদাতা: খামারী আসলো তার রোগের প্রোকোপ দেখে যদি মনে হয় যে দরকার ডাক্তার হিসেবে আমি নিজেই সিদ্ধান্তটা নিয়ে থাকি।

প্রশ্নকর্তা: মানে কি কিবিষয় আপনি কনসিডার করেন ? ডিসিশন নাওয়ার ক্ষেত্রে যে এন্টিবায়োটিক ---?

উওরদাতা: আমি , আমাদের এখানে কনফার্মেটরি ডায়াগোনাইসিসের ব্যবস্থা নেই । টেনটেটিভ ডায়াগোনিসের মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল সাইন , পোসমোর্ট্রেম ভিশন এগুলো দেখে আমি নিশ্চত হওয়ার চেষ্টা করি । ঐযে যেটা টেনটেটিভ ঐটায় চেষ্ট করি যে এই অরগানিজমটা এখানে থাকতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: ঐ অরগানিজমের এগেস্টে কোন কম্পানী বা কোন ঔষুধ দরকার আমি সেটা দিয়ে থাকি ।

(১০:০৪)

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা মানে পোসমেট্রাম এর কথা বলতেছিলেন যে মানে যেকোনো ধরেন পোর্ল্টি বা লাইভ স্টাইল যদি আসে সেক্ষেত্রে আপনারা মোসমেট্রাম করেন ?

উওরদাতা: হ্যা আমরা পোসমেট্রাম করি ।

প্রশ্নকর্তা: এটাকি প্রায় সময় করে না মাঝে মধ্যে করেন?

উওরদাতা: হ্যা প্রায় সময়ই করি । রেগুলার এখানে নিয়ে আসলে আমরা করে দেই । এটা ফ্রি ।

প্রশ্নকর্তা: এখানে কি কি ধরনের পোসমট্রাম করেন? যেমন পোল্ট্রি হাঁস ?

উওরদাতা: এখানে এখন পর্যন্ত যেগুলো হইছে , কোয়েল , বয়লার, সোনালী , লেয়ার , কবুতর , তারপর ভেড়া ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: আমি আসার পর এক বছর কয়েক মাসের ভিতরে আমি এগুলো পোসমোট্রেম দেখছি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । খুবই ভালো তো আপনি কি মনে করেন যে এন্টিবায়োটিকের যে দাম বা বাজার মূল্য এটা সাধারন জনগনের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে?

উওরদাতা: এটা বলতে গেলে হয়তো আমার কাছে ডাটা চান সেটা জানি না, তবে আমি মনে করি এখানে অনেক সুভং করের ফাঁকি আছে ; সরকারের এ বেপারে সচেতন হওয়া দরকার ।

প্রশ্নকর্তা: মানে যে প্রাইস টা ?

উওরদাতা: হ্যা প্রাইস এবং কোফালিটি ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা এন্টিবায়োটিক এবং নরমাল ঔষুধের মধ্যে যদি পার্থক্য করি আমরা তাহলে এন্টিবায়োটিকের প্রাইসটা কি কমপারেটিভলি বেশী না কম ?

উওরদাতা: দুই জায়গাতেই প্রাইসের খুব সুভংকরের ফাঁকি , দুই জায়গায় ।

প্রশ্নকর্তা: একটু যদি খুলে বলেন কি রকম যেমন?

উওরদাতা: সুভংকরের ফাকিঁ বলবো এই সেন্সে যে হয়তো বা লাইসেন্স নেওয়া নাই , এর এগেনস্টে যদি আমাকে ডকুমেন্ট দিতে বলে সেটা কিন্তু আমি পারবো না ।

প্রশ্নকর্তা: না লাগবে না ।

উওরদাতা: হয়তো বা লাইসেন্স নেওয়া হইছে একটার ঐ আদলে আরো অনেক গুলো ঔষুধ ঢুকায় দিছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: লেখা আছে ইচ এমেলে এতগুলো আছে বা এত মিলিঃ গ্রাম আছে আদৈ সেটা আছে কিনা ? সন্দিহা । কারন যখন রেজাল্ট অনুযায়ী আমরা ফিল্ডে দেখতে যাই তখন আমার মনে অনেক সন্দেহ হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: তারপর এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে দেখা যায় কেরিয়া এবং একই এন্টিবায়োটিক বিভিন্ন কম্পানী ভেদে কার্যক্রম ভিন্ন । সে ক্ষেত্রেও আমার কাছে সন্দেহটা রয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । একজন খামারী মানে তার পোল্টি বা লাইফ স্টাইলের ক্ষেত্রে যে পরিমান টাকা ব্যয় করতেছে সে পরিমান সুবিধা বা বেনিফিট কি সে পেয়ে থাকে?

উওরদাতা: না পায় না ।

প্রশ্নকর্তা: কেন পায় না কেন? একটু যদি খুলে বলেন ।

উওরদাতা: ফাস্ট কজ হলো তারা মিডেল মেন এবং সরকারী পলিসি থেকে কোন সুযোগ সুবিধা পায় না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: বাচ্চা কিনার সময় বেশী দামে কিনে । খাদ্য কিনার সময় বেশী দামে খাদ্য কিনে, এবং বাচ্চা বিক্রির সময় সে কম দামে বাচ্চা বিক্রি করে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: সব কিছুর জন্য দেখা যায় যে আলটিমেটলি সে লাভবান হয় নাই , একটু লুজার আছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । সেক্ষেত্রে তো সে লুজার হচ্ছে আচ্ছা । সাধারন মানূষ সাধারনত কিভাবে এন্টিবায়োটিক গ্রহন করে থাকে , সাধারন খামারীদের যখন আপনারা এন্টিবায়োটিক দেন তারা কি ফুল কোর্স কমপ্লিট করে নাকি ইনকমপ্লিট থাকে তাদের কোর্স ?

উওরদাতা: এটা প্লেস টু প্লেস ভেরি করে , মানুষের সচেতনতার বিষয় । আমি যখন প্রথম এখানে আসি তখন দেখা যেতো মানুষ কোনো পোসমোর্টমের জন্য মুরগী নিয়েই আসতো না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: তারপর তারা টোটালি ডিলার ডিপেনডেন্ট । ডিলার প্রয়োজন হোক না হোক তার একটা ধারনা আছে ঐ ধারনার উপর আন্দাজে ঔষুধ দিয়ে যাইতো ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: এখন আমি চেষ্টা করতেছি তাদেরকে বুঝানোর জন্য , কিছুটা এখানে আসে এবং কিছু টা টু দা পয়েন্টে হয় তারপরও তারা অনেক সময় বুঝতে পারে না আমি বলিযে হ্যা এটা এভাবে ডোজ নিবেন ইয়ে করবেন । পরবর্তীতে শুনা যায়যে না সে এটা করে নাই ।

প্রশ্নকর্তা: বেশীর ভাগ সময় কি করে না করে না?

উওরদাতা: এটা আমার কাছে ওনলি ধরেন টেন পারসেন্ট খামারী আসে ।

প্রশ্নকর্তা: জি জি ।

উওরদাতা: আর বাকি কিন্তু মেজর পারসেন্টেজ বাইরে রয়ে গেছে । প্রায় নাইনটি পারসেন্ট ।

প্রশ্নকর্তা: জি । ঐটেন পারসেন্ট যারা আছে ওদের ওপিনিশন শুনে কি মনে হয়?

উওরদাতা: টেন পারসেন্ট যারা আমার এখানে আসে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডোজটা মেনটেইন করে ।

প্রশ্নকর্তা: করে ? আচ্ছা । তো আপনি যে প্রেসক্রিপশন দেন , প্রেসক্রিপশনে সাধারন ঔষুধের চেয়ে এন্টিবায়োটিকে কি আপনি একটু প্রাধান্য দেন ?

উওরদাতা: না ।

প্রশ্নকর্তা: মানে কেন দেন না?

উওরদাতা: কারন এন্টিবায়োটিক কখনো কোনো পারমান্টে সমাধান না ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: ওকে আগে ফিজিওলজি বুঝতে হবে কোন জায়গায় সমস্যা সেই সমস্যাটা দূর করতে পারলে সমস্যঅ দূর হয়ে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । অন্যান্য ঔষুধের সাথে মানে জেনারাল ঔষুধের সাথে এন্টিবায়োটিকের কি কোনো ডিফারেন্স কি আছে ?

উওরদাতা: নিসন্দেহে ।

প্রশ্নকর্তা: জি কি একটু যদি খুলে বলেন । কি কি ধরনের ডিফারেন্স ? কয়েকটা ডিফারেন্স বলেন ?

উওরদাতা: যেমন নিউটোশোনাল ডেফিসিয়েন্সি । তারপর মেনেজমেন্টাল ডিজওরডার । তারপর মেটাবলিক ডিজওরডার । এগুলা কিন্তু বিভিন্ন মাল্টি ভিটামিন মিনারেলস। বা বিভিন্ন জায়গায় ট্রিগার দিলে এগুলো ঠিক হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: কিন্তু যখন স্পেসিফিক পজেটিভ এজেন্ট দিয়ে হচ্ছে ওরগানিজম দিয়ে হচ্ছে সেক্ষেত্রেই শুধুমাত্র এন্টিবায়োটিক দরকার । তাছাড়া কিন্তু এন্টিবায়োটিক দরকার না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: যেমন ধরেন ফুড পয়জোনিং হল সেক্ষেত্রে আমার কোনো এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে আপাতোতো দরকার পরে না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: কিছু ক্ষেত্রে লাগে সেটা এক্সট্রা না । কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যদি বাইরে থেকে এমনে কোয়াকে ট্রিটমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজন নাই তারপরও দেখা যাচ্ছে একটা পেনিসিলিন দিয়ে সে চলে গেছে । কিন্তু ঐ পেনিসিলিন কিন্তু পরবর্তীতে রেজিসটেন্স হতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

(১৫:০১)

উওরদাতা: তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা যেটা মনে করি ঐযে সিস্টেমটা ব্রেক ডাউন হইছে সিস্টেমটা ওকে করতে পারলেই ।

প্রশ্নকর্তা: কাজ হয়ে গেল ।

উওরদাতা: তখন এন্টিবায়োটিকটা প্রয়োজন নেই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । ধরেন ফিজিওলোজিক্যাল ব্যাপার তার মোড অফ একসেন এরক্ষেত্রে জিনিসগুলো হচ্ছে , এমনে প্রাইজের দিক দিয়ে বা অন্য ভাবে সাধারন ঔষুধ এবং এন্টিবায়োটিকের মধ্যে কোন ডিফারেন্স আছে কিনা ?

উওরদাতা: না প্রাইসের দিক থেকে এটা আমি বলতে পারতেছি না শুধু এতটুকু বলতেছি শুভংকরের ফাকিঁ ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা একটু আগেই বলছিলেন এই বিষয়টা নিয়ে, আচ্ছা । এখন যেটা জানতে চাচ্ছি রোগীকি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক আপনাদের কাছে চেয়ে থাকে ?মানে যখন আপনে প্রেসক্রাইব করছেন তখন কি খামারী নিজেই বলেযে আমাকে ডাকক্তার সাহেব এন্টিবায়োটিক দেন?

উওরদাতা: না এটা আমার কাছে বলে না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: আমার কাছে এসে কখনোই বলে নাই ।

প্রশ্নকর্তা: বলে না , না ? এটা আমরা ইয়ের ক্ষেত্রে পাইছি ফার্মেসির ক্ষেত্রে পাইছি ।

উওরদাতা: এটা ফার্মেসিতে পাওয়া যায় কিন্তু আমার এখানে এসে কখনোই বলে না ।

প্রশ্নকর্তা: আপনাকে কোনো সময় বলে যে কি ধরনের মেডিসিন দিবেন ? বা কি দিবেন ? কোনো ইনফ্লুয়েন্স করে কিনা ?

উওরদাতা: হ্যা কিছু কিছু খামারী আছে , কিছু কিছু মানে মনে হয় যে অনেক সময় তারা নিজেরা অনেক কিছু জানে ; দুই একজন খামারী এরকম মনে করে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা কি বলে উনারা ?

উওরদাতা: যে স্যার সিপ্রোসিন দিয়ে দেই, স্যার এইটা দিয়ে দেই ?

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: তখন তাকে বুঝানোর চেষ্টা করি । যে একটু ভালো ভাবেই বুঝাই যে ডাক্তারতো আর সে না ; কি দিতে হবে কি না দিতে হবে যদি আমার কাছে এসে থাকেন আমি যেটা বুঝবো সেটা দিতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: আর যদি সে ডাক্তারী করে সেটা তার ব্যাপার সেটা আমার সমস্যা না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । এখন যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ঝুকিঁ সম্পর্কিত বিষয় সমূহ নিয়ে । যে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স বলতে আসলে আপনি কি মনে করেন এটা কি? কি বুঝে থাকেন বিস্তারিত একটু খুলে বলেন । এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স?

উওরদাতা: এটা অনেক বড় বিষয় এটা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে ।

প্রশ্নকর্তা: জি জি ।

উওরদাতা: সর্টলি যেটা বুঝতেছি । এন্টিবায়োটিক আমি খাই অথবা অন্য কোনো প্রানী খাক বা অন্য কোনো প্লেন্টে বা পৃষ্ঠে দাওয়া হোক না কেন , এনভারমেন্টে যখন কোনো এন্টিবায়োটিক পড়লো ঐ এন্টিবায়োটিক জেনেটিক্যাল নিউট্রেশন হবে ; এই নিউট্রেশন

হয়ে পরবর্তীতে স্টেপ বাই স্টেপ সে একময় রেজিসটেন্স হয়ে যাবে । এটা দেখা যাচ্ছে যে এক সময় ঐ এক হিউমেন থেকে আর এক হিউমেনে যাবে , এক এনিমেল থেকে আর এক এনিমেলে যাবে । আলটিমেটলিএনভারমেন্টে এন্টিবায়োটিকওপেন হওয়া মানেই হউমেন লাইফের জন্য এটা ডিজাস্টার ।

প্রশ্নকর্তা: একটু যদি খুলে বলেন মানে কিভাবে যায় মানে এই যে একটা জায়গা থেকে যে একটা জায়গায় যাচ্ছে ট্রান্সপ্রিট হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে ? একটা ছোট উদাহরন যদি দেন ?

উওরদাতা: ধরেন আমি এন্টিবায়োটিক খাইলাম , এন্টিবায়োটিক খাওয়ানোর পরে আমি যদি সুস্থও হয়ে যাই ডোজ ও যদি কমপ্লিট করি ; ডোজ কমপ্লিট করার পরও আদারর্স যে অরগানিজম গুলো আছে যেগুলো বেনিফিসিয়্যাল অরগানিজম বা ঐ কজেটিভ এজেনন্টের না এমনে কিন্তু অনেক ওরগানিজম থাকে সেগুলো ঐটা কিন্তু জেনে গেল যে এই ওরগানিজম দিয়ে এটা কিল করে তখন তার শরীরের ভিতর জেনেটিক কিছু চেঞ্জ হয় এন্টিজেনিক সিফ্ট হয় এন্টিজেনিক ড্রিপ্ট হয় , ড্রিপ্ট হওয়ার পরবর্তীতে ঐ এন্টিবায়োটিক গুলো ঐ অরগানিজমগুলো ঐ এন্টিবায়োটিক এর এইগেনস্টে কোনোদিন আর কাজ করে না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: ধীরে ধীরে নিউট্রেশন হয়ে যায় । যদি আপনি সিফ্ট আর ড্রিফ্ট দেখে থাকেন অবশ্যই জানেন তাইলে বুঝে থাকবেন ।

প্রশ্নকর্তা: তাইলে মানে এটা যে ধরেন হিউমেন থেকে বা এনিমেল থেকে মানে কিভাবে যদি আমি বলি এনিমেল থেকে হিউমেনের বডিতে আসতেছে কিভাবে ? মানে একটা হিউমেন -----

উওরদাতা: দুইটা এখানে ওভার অল দুইটা ওয়ে দেখা যাচ্ছে একটা হল যদি আপনি মিট , গোস্তো , ডিম এগুলো খেয়ে থাকি তাহলে ঐটা সরাসরি এন্টিবায়োটিক আসতেছে । আর মানে সাব ডেজে কম ডোজে । আর একটা হল সরাসরি পরিবেশের মাধ্যমেও আমার কাছে কিছু এন্টিবায়োটিক নিউট্রেশন হয়ে বা জেনেটিক চেঞ্জ হয়ে আমার কাছে আসতেছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: এই দুই ভাবে আসতেছে ।

প্রশ্নকর্তা: ফাইন চমৎকার । আচ্ছা । কি কারনে মানে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্সটা হচ্ছে এটাতো বললেনই তবু যদি আর দুই একটা পয়েন্ট বলতেন ? বলতে পারবেন কি কারনে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্সটা হচ্ছে ?

উওরদাতা: ওভার অল গ্রোস ?

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা: ওভার অল মানে এন্টিবায়োটিকের এবিউস , অপো ব্যবহার । আমরা মেনেজমেন্টের দিকে গুরুত্ব না দিয়ে আমরা শুধু এন্টিবায়োটিক অপো ব্যবহার করতেছি । অপো ব্যবহারের অনেক কারন আছে কারনগুলো দূর করলেই হবে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । তাইলে এটা বন্ধ করার উপায়টা কি মানে অপো ব্যবহার বন্ধ করা , আর কি করা যায় যাতে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স না হয় এই জন্য কি করা যেতে পারে ?

উওরদাতা: প্রথম হলো সোশ্যাল এওয়ার নেস । এওয়ারনেস এর বিকল্প নেই । সেকেন্ড হল গভারমেন্ট এর পলিসি ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: থার্ড হল পলিসি নেওয়ার সময় এখানে আসলে তাদেরকে আন্তরিক হইতে হবে । যে আসলেই তারা চায় কিনা ? আইন করলাম রেখে দিলাম এতে কোনো লাভ হবে না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা মানে এপ্লিকেশন লাগবে তার ?

উওরদাতা: হ্যা এপ্লিকেশন লাগবে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: এবং এখানে শুধু ভোটের দিকে তাকাইলে হবে না , যে আমাদের কোয়াকের সংখ্যা বেশী তারা আমাকে ভোট দিবে তা না। অথোরাইজ পারসোন ছাড়া এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যাবে না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: এবং এমনও হতে পারে যে এই এন্টিবায়োটিক গুলা লার্জ এনিমেল লাইফ স্টোকে নির্দিষ্ট , এই এন্টিবায়োটিক গুলা হিউমেনের জন্য নির্দিষ্ট এটা এখানে দেওয়া যাবে এটা এখানে দেওয়া যাবে না । স্টিক ডিমানডেশন থাকা উচিৎ ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: আমাদের যে আমরা ফিড খাওয়াচ্ছি মুরগীকে , ফিডের ভিতরও যততো কোনোটা হিসেবে এন্টিবায়োটিক দিয়ে যাচ্ছে , আমরাকি চিন্তা করতেছি যে এটা রেজিসটেন্স হচ্ছে কি হচ্ছে না ? একবার ও না । সরকার কি কনসার্ন নিচ্ছে ?নিচ্ছে না । মিরজাপুরে ইয়ে আছে ফেক্টরি আছে লাইসেন্স ছাড়া ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

(২০:০৪)

উওরদাতা: লাইসেন্স ছাড়া ঔষুধের ফেক্টরী আমরা চিঠি পত্র পাঠাই সে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায় অফিসকে । বলে যে আমার উপরের নেতার সাথে যোগাযোগ আছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: এধরনের পলিসি যদি চলতে থাকে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স কোনো দিন বন্ধ হবে না বাংলাদেশে ।

প্রশ্নকর্তা: মানে সঠিক নিয়ম নির্দেশনা অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক সেবনের কোনো চেলেঞ্জ কি আছে ? মানে চেলেঞ্জ সমূহ কি কি? আপনি এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করলেন বলে দিলেন যে ছয় ঘন্টা পরপর বা আট ঘন্টা পরপর লাইভ স্টক বা রোগীকে দিবেন । এইযে একটা সিকুয়েন্সলি এন্টিবায়োটিকটা খাবে রোগী সেটা করার ক্ষেত্রে কোনো চেলেঞ্জ কি কি হতে পারে?

উওরদাতা: হ্যা চেলেঞ্জ আছে এটার অনেকগুলো চেলেঞ্জ ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: দেখেন আমাদের বাংলাদেশের খামারগুলা ইনটেনসিভ সিস্টেমে হয় নাই , অনেক স্কেটার্ট ভাবে অনেক গরীব লোক দুঃস্থ মহিলা গুলো খামার করতেছে । তখন তারা ঠিক মত অনেক সময় ডিজেবল পারসন ও করতেছে খামার, তাই ঠিক মত এন্টিবায়োটিক মেনটেইন করতে পারে না ।

প্রশ্নকর্তা: মানে টাইমিং এর ক্ষেত্রে?

উওরদাতা: টাইমিং ও ঠিক মত করতে পারে না এডমিনিসট্রেশন ও ঠিক মত পারে না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: ধরেন একটা লার্জ এনিমেল কে ইনজেকশন দিতে হবে সেতো ইনজেকশন দিতে পারে না তখন আরো বেনাস ফর্মে গেল সে বোনাসটাও ঠিক মত দিতে পারে না হয়তো একশ কেজি ওজন হবে আমি এক গ্রাম সিপ্রোফ্লসাসিন একটা দিয়ে দিলাম । সে সিপ্রোফ্লক্সাসিন খাওয়াইতে গিয়ে অর্ধেক খাওয়াইছে আর বাকি অর্ধেক সে ফালায় দিছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । সেটাতো সমস্যা ।

উওরদাতা: তো এরকম কিছু ঘটনা ঘটে থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আমি এখন যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে নীতিমালা সম্পকৃত বিষয় সমূহ নিয়ে যেমন সাধারন ঔষুধের বা বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার পর্যবেক্ষন করে এমন কোনো পর্যবেক্ষক বা নিয়ন্ত্রন কারী সংস্থা সম্পর্কে আপনি কি জানেন ?

উওরদাতা: হ্যাঁ ।

প্রশ্নকর্তা: যেমন কারা তারা?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক গুলো সাধারনত ড্রাগ সুপার বা ড্রাগ অথোরিটি যারা আছে ড্রাগ এডমিনিসট্রেশন এরা পর্যবেক্ষন করে থাকে, কিন্তু আর ফিটপ্রিমিস গুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ডি. এল. এস .নাম্বার দিয়ে থাকে ডি. এল. এস নাম্বার এত, এটা এরকম দিয়ে থাকে । কিন্তু এর ভিতরে একটা সম্বন্ন্যয় থাকা উচিৎ। আর নেকস্ট হল যে এন্টিবায়োটিক গুলো দিতেছে ড্রাগ সুপার বা আদৈ তারা দেখতেছে কিনা এবং কতটুকু দেখতেছে দেখার মত দেখতেছে না পকেট ভারের জন্য দেখতেছে তা ভাবা উটিৎ ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত এমন কোনো সরকারী নীতিমালা সম্পর্কে কি আপনি জানেন ? মানে কোনো সরকারী নীতি মালা আছে কিনা ? এন্টিবায়োটিক?

উওরদাতা: না এটা নিয়ে আমি ওয়েল কনসার্ন না । নেট টুকটাক দেখে থাকি এটা বলার মত না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আপনার কাছে মনে হয় কি এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য একটা নীতিমালা বা নৈতিক আচরন বিধি প্রয়োজন আছে ?

উওরদাতা: এটা অভিয়াসলি আরো আগে প্রয়োজন ছিল ।

প্রশ্নকর্তা: কেন যদি একটু খুলে বলেন ?

উওরদাতা: এটা আমি বর্তমানে দেখতেছি কিছু কিছু খামারে কিছু কিছু এন্টিবায়োটিক, এন্টিবায়োটিক সেন্সিভিটি টেস্টে দেখা যাচ্ছে তার রেজিসটেন্স হয়ে গেছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: তো এই রেজিসটেন্স যেহেতু হয়েই গেছে এটা কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ হিউমেনের ক্ষেত্রে ছড়াবে । আমি আজকে এন্টিবায়োটিক খেয়ে সুস্থ অসুস্থ হইলে দিচ্ছি । কিন্তু আমার ছেলে বা আমার মেয়েকে কিন্তু পরবর্তী জেনারেশন ঐ এন্টিবায়োটিক কাজ নাও করতে পারে । তখন তারা কি খেয়ে বাচঁবে ? নতুন ঐটা যদি আবিস্কার না হয় , পরে কিভাবে বাচঁবে ? এজন্যই দরকার ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । আপনি কি মনে করেন কিছু সেবা দান কারি আছেন , কিছু প্রেসক্রাইবার আছেন যারা অযৈতিক ভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকেন ?

উওরদাতা: এটা মানে অনেক হান্ডেট পারসেন্ট আপনার কথার সাথে একমত । প্রচুর ।

প্রশ্নকর্তা: কেন একটু খুলে বলেন ?

উওরদাতা: এটা হল বৈসয়িক কারন , তাদের ইকোনোমিক ইয়ের জন্য । যেমন এক জায়গায় যাচ্ছে একটা যেহেতু আমরা লাইফ স্টোকে ধরেন একটা পেসেন্ট অসুস্থ একটা গরু অসুস্থ । ঐখানে গিয়ে এন্টিবায়োটিক লাগুক বা না লাগুক সে কিন্তু অতটুকু বুঝতেছে না। অন্ধকারে ঢু মাইরে একটা কম্বাইন্ড এন্টিবায়োটিক দিয়ে চলে আসলো ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: ঐটা লাগলেও কিছু কাজ করবে না লাগলে কাজ হল না । কিন্তু ঐটার সাইড এফেক্ট তো মানুষ বুঝবে না । আরটিমেটলি এভাবেই চলতেছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । এটা কোন ধরনের প্রেসক্রাইবারা করছে ? যারা কোয়াগ বা --- ?

উওরদাতা: হ্যাঁ কোয়াগ ।

প্রশ্নকর্তা: রিমোট ওরা ?

উওরদাতা: হ্যা রিমোট ।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের লেভেলে বা এই পর্যায় থেকে কোনো ?

উওরদাতা: না এ পর্যায় থেকে কাজটা করে না ।

প্রশ্নকর্তা: করে না , না? আচ্ছা আর ভি.এফ.এ. বা যারা মাঠ কর্মী ---

উওরদাতা: না আমাদের যে মাঠ কর্মী আছে আমি এখানে দেখি এখানে এরা এরকম করে না । হয়তো অন্য অফিসে থাকে কিনা জানি না । কিন্তু আমার আফিসে এরা কেউ এই কাজটা করে না ।

প্রশ্নকর্তা: এ.আই . টেকনেশিয়ান বা ---?

উওরদাতা: এ. আই টেকসেশিয়ান ও করে না এখানে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: না অরিজিনালি করে না । এরা শুধু বলার ইয়েতে না যে এই ইয়েতে বলতেছি তা না অরিজিনালি এই অফিসের স্টাফ গুলো খুব ভালো এই কাজটা করে না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আপনার কাছে কি মনে হয় রোগীর লাভের চেয়ে যিনি এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করছেন উনি তার , বিশেষ করে এটা বেনিফিটের জন্য সে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকে ?

উওরদাতা: এটা হিউমেনের ক্ষেত্রে অনেকে মনে করে যে আমার বেনিফিট আছে এইজন্য দিচ্ছি , কিন্তু আমাদের লার্জ এনিমেল বা লাইফ স্টোক গুলো ঐ পর্যায় যায় নাই যে আমি এইটা সেল দিবো এটার জন্য আমাকে এন্টিবায়োটিক লিখতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: এত এই পর্যায়ে মানবিকতা এই স্টেযে যায় নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: শুধু কোয়াকরা যা করে শুধু ঐলোকের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আসবে । এই সার্থে করে ওরাও এই কাজ করে না যে কম্পানী তাকে টাকা দিবে এই জন্য এন্টিবায়োটিক লেখবে এই জন্য না । ও শুধু যাস্ট টাকা নিবে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । মানে মেডিসিনটা বিক্রি করে টাকা ?

উওরদাতা: হ্যাঁ মেডিসিনটা বিক্রি করে টাকা নিবে । এবং তারা কয় টাকা দামের ইনজেকশন দিলো মানুষ তো এটা বুঝে না ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: মানুষ দেখে যে আমি ইনজেকশন দিলাম টাকা নিলাম ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: এই জন্য তারা দিয়ে আসে ।

(২৫:০৫)

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । মানে আপনি কি ভোক্তার অধিকার সম্পর্কে জানেন মানে কনজিউমার রাইটস্ ?

উওরদাতা: হ্যা ভোক্তা অধিকার আইন আছে বাংলাদেশে ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: এটা কিছু কিছু আমি অনলাইনে দেখি । কিন্তু প্যাকটিকেলি আমি এর সুবিধা ঐরকম পাই নাই , কারন আমি নিজেই এর ভুক্ত ভুগি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । যেমন একটু যদি খুলে বলেন ?

উওরদাতা: যেমন ভোক্তার অধিকার আইন অনুযায়ী আমি যে পন্য কিনবো সে পন্যের গায়ে যে মূল্য লেখা থাকবে সে মূল্য অনুযায়ী নিবো ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: কিন্তু বাজারে গেলে সে মূল্য অনুযায়ী অনেক সময়ই আমি পাই না । তার চেয়ে বেশী দামে কিনতে হয় । এটাতো ভোক্তার অধিকার আইন সমর্থন করে না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । মানে সে বেপারে আসলে কি ঠিক এইযে--?

উওরদাতা: কথনোই ঠিক না । এইটা ব্যার্থতা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । প্রেসক্রিপনে যাতে এন্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যবহার হয় বা পরামর্শ ঠিক মত লেখা হয় তার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নাওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন ?

উওরদাতা: আর একবার কোশ্চেন টা প্লিজ ।

প্রশ্নকর্তা: মানে একটা প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিকের পরামর্শ বা এডভাইস যেন যথাযথ ভাবে লেখা হয় সে জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করা উটিৎ বলে আপনি মনে করেন ?

উওরদাতা: হ্যা এটা আমি কাদের কারা প্রেসক্রিপশন লিখবে ?

প্রশ্নকর্তা: যদি আপনিই লেখেন ?

উওরদাতা: যদি ডাক্তার লেখে ?

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ডাক্তার লেখে , ধরেন কোয়াগ ডাক্তার ও যেই লেখে ? মানে আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে একটু বলেন ?

উওরদাতা: কোয়াগের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে না তাদের এন্টিবায়োটিক লেখার কোনো রাইটস নাই । সেজন্য নো কমেন্টস ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আর যদি আপনারা লেখেন ?

উওরদাতা: আর ডাক্তারদের ক্ষেত্রে বলবো যে আমরা আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ট্রেনিং আরো বাড়ানো দরকার ।

প্রশ্নকর্তা: জি জি ।

উওরদাতা: আমাদের ফার্মাকোলোজি আরো ভালো ভাবে জানা দরকার । কোনটার সাইড এফেক্ট কতগুলা টু- দা পয়েন্টে যেন আমরা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে পারি প্রয়োজন ছাড়া আমাদের যেন কখনো ইউজ না হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আর একটা প্রেসক্রিপশনে তো আরো অনেক গুলো বিষয় থাকে , আর কোন কোন বিষয় এড করলে মানে প্রেসক্রিশনটা আরো রিচ হবে আপনার কাছে মনে হয়? আর কান কোন বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা যায় প্রেসক্রিপশনে ?

উওরদাতা: প্রেসক্রিপশনটা রিচ করার জন্য সাধারনত দেখা যায় ইস্পেসিফিক জিনিস ব্যবহার করার পরে কিছু সাপোর্টিভ কিছু দেওয়া হয় , সাপোর্টিভ জিনিসগুলো তাকে রিচ করার ক্ষেত্রে হেল্প করে । যেমন ধরেন আমরা কিছু ইমুনোমোডুলেটর ব্যবহার করি যেমন লাইসোভিট, রিফেন্জ ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: অনেক সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে পি.এইচ ব্যবহার করে থাকি । এসিডি ফায়ার যেইটা ।

প্রশ্নকর্তা: জি জি ।

উওরদাতা: অনেক সময় প্রোক্সেন বাইন ব্যবহার করে থাকি । এই সমস্ত বিষয়গুলো প্রেসক্রিপশনটাকে রিচ করে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আর বুঝার ক্ষেত্রে যারা সাধারন মানুষ ওদের ক্ষেত্রে কোনো মানে কি লেখা যেতে পারে প্রেসক্রিপশনে? কোন জিনিসটা থাকলে --?

উওরদাতা: কি বুঝার জন্য ?

প্রশ্নকর্তা: মানে সে প্রেসক্রিপশনটা বুঝলো বা সে যেন কোর্সটা ঠিক মত দিতে পারে ?

উওরদাতা: আসলে প্রেসক্রিপশনটা বাংলায় লেখার পর তাকে সুন্দর ভাবে বুঝায় দিলে সে বুঝে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: আর এটা আমার কাছে কঠিন কিছু মনে হয় না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: মানে ভাষা যাতে এমন হয় মানুষ পড়তে পারে । ঊর্দু ভাষা না হইলেই হল , বাংলায় জাতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আপনি কি মনে করেন যে ড্রাগ কম্পানী বা ঔষুধ কম্পানী গুলা মানে আপনাদেরকে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করার জন্য প্রভাবিত করতে পারে ?

উওরদাতা: না তারা আমাদেরকে কোনো প্রভাবিত করে না ।

প্রশ্নকর্তা: মানে এসে তারা যখন আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে তখন কি বলে ? মানে তারা কি ইনফ্লুয়েন্স করে ? তাদের কোম্পানীর যে প্রোডাকশন ---?

উওরদাতা: আসলে প্রতেকটা কম্পানী চায় যে তাদের ঔষুধ গুলো চলুক ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ ।

উওরদাতা: তো সেক্ষেত্রে আমার জার্জ মেন্ট অনুযায়ী আমি চেষ্টা করি যে যেটা বেটার কাজ করবে যেটা ভালো , ভালো ব্রান্ড আমি সেটাই ব্যবহার করার চেষ্টা করি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: এখানে ইনফ্লুয়েন্স করে কোনো লাভ নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আমি বলছি ইস্পেশালি এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে । এন্টিবায়োটিক লেখার ক্ষেত্রে ?

উওরদাতা: না না করে না ।

প্রশ্নকর্তা: করে না । আচ্ছা । আপনার কাছে কি লোকজন বেশীর ভাগ এন্টিবায়োটিক ক্ষেত্রে তারা কি সরকারী আপনাদের এই সমস্ত পশুর হাসপাতালে আসতে বেশী পচ্ছন্দ করে নাকি তারা গ্রামের মধ্যে যে পল্লী চিকিৎসক বা যারা ভেটেনারী ঐযে যারা পল্লী চিকিৎসা দেয় আর কি ওদের কাছে যেতে বেশী পচ্ছন্দ করে ?

উওরদাতা: এইখানে বিষয় হল মানুষ অনেকে জানেই না কোন জায়গায় গেলে কোন সেবা পাওয়া যায় । এবং কোন জায়গায় কি মাপের কি ধরনের ডাক্তার আছে এটা মানুষ জানে না । না জানার জন্য তাদের ব্যার্থতার জন্য সামনে যেটা পায় অনেক ক্ষেত্রে যারা কম জানে যেটা পায় সেটা কেই গ্রহন করে তারা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: আর আমরাতো ডোর টু ডোর যাওয়ার মত আমাদের তো সুযোগ হয় না । তারা সাইকেলে বা মটরসাইকেলে বাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: ঘুরে ঐজিজ্ঞাসা করে যে আপনার গরুটা আমি মোটা তাজা ইনজেকশন দিয়ে যাই ? যেমন গত পাচঁ সাত দিন আগের একটা ঘটনা এক বছরের একটা বাছুর এইখানের পল্লী চিকিৎসক সে তাকে স্টেরয়েড ইনজেকশন দিছে । স্টেরয়েড ইনজেকশন দাওয়ার পরে সেটার পা টা ফোড়া হয়ে পচেঁ গেছে জায়গাটা । আমাদের অফিসে কমপ্লেন লেখে দিয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: কিন্তু সেটার কিন্তু স্টেরয়েড দাওয়ার কোনোই প্রয়োজন ছিলো না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: কোনোই প্রয়োজন ছিলো না । এধরনের অনেক ঘটনা । তারা ধরেন রাস্তার পাশ দিয়ে যায়, বাড়ির পাশ দিয়ে যায় সে জিজ্ঞাসা করে যে আমি এটা দিয়ে যাই মোটাতাজা লোভনীয় প্রোলোভন দেখায় ।

প্রশ্নকর্তা: মানে পল্লী --?

উওরদাতা: দ্রুত বড় হবে ।

প্রশ্নকর্তা: মানে এই ধরনের ইয়ে করে ?

উওরদাতা: আমার কাছে প্রমান আছে । অভিযোগ পত্র আছে । অভিযোগ পত্রের এগেনস্টে স্যার আজকে চিঠি লেখার কথা কি লেখবে জানি না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । বুঝতে পারছি । আচ্ছা আপনাদের যে ক্লিনিক্যাল বর্জ যেটা মানে ক্লিনিক্যাল ওয়েসটেজ যেটা সেটা মানে আপনারা কি করেন ? এবং মেয়াদ উতির্ণ এন্টিবায়োটিক যেগুলা আছে সেগুলা আপনারা কিভাবে ডিসপোজ করেন ?

উওরদাতা: আসলে আাদের----?

প্রশ্নকর্তা: ডিসপোজ সিস্টেমটা যদি একটু খুলে বলেন ?

উওরদাতা: আমাদের এখানে যে পরিমান মেডিসিন আসে ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

(৩০:০৩)

উওরদাতা: কোনো এন্টিবায়োটিক যে ডিসপোজকরতে হবে এ পর্যায়ে আমাদের যেতে হয় না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: তার আগেই শেষ হয়ে যায় । তারপরও যে খালি বোতল যেগুলা সিরিঞ্জ বা এটা সেটা থাকে সেটা আমাদের পাশে গর্ত আছে সেই গর্তের ভিতর খেলে দিয়ে আগুন দিয়ে সেটাকে পুড়িয়ে দেই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: যদিও আমাদের এখানে ইনসেনিয়েটর নেই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: ঐটা করলে বেটার ছিল কিন্তু আমাদের এটা ব্যার্থতা, নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । এটাতো মেডিসিনের ক্ষেত্রে গেল আর যেটা ক্লিনিং বা ওয়েসটেজ , ধরেন যদি কোনো ইয়ে করেন এনাটমি করেন বা ইয়ে করেন সেটা --?

উওরদাতা: যত এগুলা ড্রেসিং জিনিস গুলা থাকে এগুলা গর্ত করে সেখানে ; যেমন ভেড়াটা সেদিন ইয়ে করে গত্ব করে পুঁতে ফেলার চেষ্টা করা হইছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: এবং এখানে অবশ্যই চুন বা আরো কিছু ক্যামিকেলস দিতে পারলে ভালো হইতো কিন্তু আমাদের এত পর্যাপ্ততা নেই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: চেষ্টা করি যতটুকু পারি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । মানে এটা কারা করে আপনাদের যারা স্টাফ? উনারা?

উওরদাতা: হ্যা স্টাফরাই করে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা এই মেয়াদ উতির্ণ এন্টিবায়োটিক বর্জ অপসারন নিয়ে আপনি কোনো ধরনের সমস্যার সম্মূখীন হইছেন কোনো সময়?

উওরদাতা: হ্যাঁ আমার কাছে সমস্যা এটাই সমস্যা মনে হয় যে আমরা বইয়ে যেভাবে পড়ছি , আমাদের যেভাবে শিখানো হইছে আমি ঐভাবে করতে পারলাম না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: এটাই আমার একটা বড় সমস্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । সেক্ষেত্রে মেনেজমেন্ট বা আথোরিটির সাথে আপনারা যোগাযোগ করছেন ?

উওরদাতা: সমস্যা অনেক গুলো । অনেকগুলো সমস্যার মধ্যে যেটা বড় সমস্যা সেটা আগে জানানো হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: সিকুয়েনসিয়ালি । তার ভিতরে ভিরের ভিতরে এটা তখন আর খালে পানি পায় না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আপনারা যে মেডিসিনটা পান এটা কিভাবে পান যদি আমাকে একটু নেটওয়াকিংটা বলেন মানে কোন জায়গা থেকে কিভাবে মেডিসিনটা --?

উওরদাতা: আমাদের মেডিসিনটা হল বাৎসরিক আমাদের এখান থেকে একটা ডিমান্ড চাওয়া হয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: যে আপনার বাৎসরিক কি কি ঔষুধগুলো লাগবে আমরা ডিস্টিক অফিসে গিয়ে ডিমান্ডটা দেই ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: ডিস্টিক অফিস থেকে ডিমান্ডটা উপরে পাঠানো হয় । কিন্তু দেখা যায় ঐ ডিমান্ড বেসিস তারা ঔষুধ পাঠায় কি পাঠায় না তা আমি বলতে চাচ্ছি না । কিন্তু তারা অন ইন এ এভারেজে ঢাকা থেকে ঔষুধ নিয়ে আসে , নিয়ে এসে উপজেলা ওয়াইজ ভাগ করে দেয় ঔষুধ গুলো ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: মোটামুটি সুসম বন্টনের মতই ভাগ করে দেয় প্রতেকটা উপজেলায় বৎসরে একবার করে ঔষুধ আসে । আর বিভিন্ন প্রোজেক্টে অনেক সময় টুকটাক অল্প খুবই অল্প পরিমান ঔষুধ আসে । ঐ প্রোজেক্টের ঔষুধগুলো যারা প্রোজেক্টের মেমবার শুধু তাদেরকেই দিয়ে দাওয়া হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তাহলে আপনি মেডিসিনটা পাচ্ছেন এক বছরের জন্য এটাতো আপনাকে বারো মাসই দিতে হচ্ছে?

উওরদাতা: হ্যা বারো মাসই দিতে হচ্ছে ।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আপনি এটার ডিসপেন্স করছেন এখান থেকে দিচ্ছেন এটা কিভাবে আপনি আবার ডিমান্ডেশন বা ইয়ে করেন --?

উওরদাতা: আমাদের নিয়ম হল সম্ভবত এটা ৩০% মেডিসিন, ২০-৩০ পারসেন্ট মেডিসিন ক্রিটিক্যাল পিরিয়ডের জন্য সেভ রাখা হয়। কিছু কিছু ঔষুধ আমরা রেখে দেই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: হটাৎ করে যদি কোনো বড় ধরনের সমস্যা হয় সেটা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: আর বাকি ঔষুধগুলো আমি টেন্টেটিভ ভাগ করি যে এটা একমাসে এতটুক শেষ করবা , আর একমাসে এতটুকু শেষ করব । এবং আমার যে মেয়াদ যে মানে শেষ যখন হবে ঐ শেষের এক দুই মাস আগেই দেখা যায় ঐটুক আমি মোটামুটি শেষ করে ফেলি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: এরপরও যে লোকগুলো আসে দেখা যায় যে সরকারী এত অল্প পরিমান ঔষুধ আসে তার চেয়ে টুকটাক আমাদের কিছু সেম্পল ও থাকে । ঐগুলা দেই এইটা দেই মিলে মিশে অফিসটা চলতে থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । মানে সেক্ষেত্রে আপনাদের যদি ডিমান্ড আরো বেশী হয় মানে এটার চেয়ে তখন আপনারা কি উপরে যোগাযোগ করেন জানান?

উওরদাতা: ডিমান্ড হ্যা উপরে বলা হয় কিন্তু ঐটা দিয়ে আসলে বাস্তবে কোনো কাজ হয় না ।

প্রশ্নকর্তা: যেটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে আসছে ঐভাবেই ?

উওরদাতা: হ্যা ঐভাবেই । ওর বেশী আসবে না এবং এই ঔষুধের ভিতরে অনেক প্রশ্ন থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: মানে এটাতো কোনো ড্রাগটা গভারমেন্টের কোনো ফেক্টরী বা ইয়ে থেকে আসে না ?

উওরদাতা: না গভঃ মেন্ট এর কোনো ফেক্টরী থাকে না এরা সরাসরি বাইরের যে কম্পানী কম্পানী থেকে কিনে থাকে শুধু ঔষুধের গায়ে ছিল থাকবে যে সরকারী ঔষুধ । এই যেমন সরকারী ঔষুধ প্রতেকটা সরকারী ঔষুধের গায়ে ছিল থাকবে ।

প্রশ্নকর্তা: ছিল থাকবে আচ্ছা ।

উওরদাতা: এই যেমন এটা সরকারী ঔষুধ এর গায়ে ছিল থাকবে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । কিন্তু এইযে কোয়ালিটি নিয়ে যে বলছেন , মানে কোয়ালিটি নিয়ে কি ধরনের সমস্যা হয়? মানে আপনার নিজেরই কনফিউশন ?

উওরদাতা: হ্যাঁ। নিজের কনফিউশন মানে কিছু এভিডেন্স আছে যেটা বাইরে সংগত কারনে প্রকাশ করা সম্ভব না । তবে সচেতন হওয়া দরকার ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: আপনিও যদি বোঝেন আপনিও বলতে পারবেন যে না এটা দেওয়া ঠিক হবে না । তখন অনেক কিছুই আসি দেখলে এখানে যদি একটা ঔষুধ নষ্ট থাকে আমি দেখতেছি আমি যদি একটা গরুরে দেই এই গরুটা যদি মারা যায় ইনিসটেন্ট , তখন ঐ ডি.এল,এস. , কে ঢাকা যেয়ে ধরবে না ধরবে আগে আমাকে ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ ।

উওরদাতা: আমি যখন দেখতেছি তাইলে আমি কেন ঐটা দিবো ?

প্রশ্নকর্তা: জি জি । এটা কি উপরে আপনার মেনেজমেন্ট জানে?

উওরদাতা: মেনেজমেন্ট কে জানানো হয় কিন্তু পানি নিচের দিকে গড়ায় । তখন দোষটা আমারই হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তো এই ছিলো মোটামুটি আমার আলোচনা তো আমার কাছে আপনার কিছু জানার আছে কিনা বা খুব ভালো লাগলো মানে অনেক গুলা বিষয় জানতে পারলাম ।

উওরদাতা: আমি আসলে অনেক কিছুই বললাম ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: এটা কিন্তু আপনি আমাকে কমিটমেন্ট দিছেন এটা শুধু রিসার্স পারপাসের জন্য ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: এখান থেকে কোনো কিছু বাইরে প্রমান হিসেবে করা হবে না ।

প্রশ্নকর্তা: না না । জি জি ।

উওরদাতা: আপনি যদি বাইরে কোনো কিছু বলেন তাহলে সে ক্ষেত্রে এ ডাটা গুলো আপনাকে মনে করতে হবে যে দেওয়া হয় নাই ।

প্রশ্নকর্তা: না না । একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা প্রথমেই বলে নিছি যে আমরা শুধুমাত্র রিসার্স এর কাজই করি । আর আই.সি.ডি.ডি.আর.বি., আপনারা জানেন এটা একটা ওয়াল্ড ইনওরগানেশন ।

উওরদাতা: জি ।

প্রশ্নকর্তা: বিশ্বব্যাপী । এবং আমাদের অনেক ধরনের আবিষ্কার আছে । আর আমরা শুধু মাত্র সমাজ সেবামূলক চেরিটেবেল কাজ করে থাকি ।

উওরদাতা: জি ।

প্রশ্নকর্তা: যার মাধ্যমে আমরা চাচ্ছি যে একটা বড় ধরনের চেঞ্জ আনতে প্রতিটা সেক্টরে । ইস্পেশ্যালি হেলথ সেক্টরে ।

উওরদাতা: জি ।

(৩৫:০০)

প্রশ্নকর্তা: তো এটা এন্টিবায়োটিক , এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিসটেন্স নিয়ে একটা গবেষনা । তো আমরা আশা করছি এটার মাধ্যমে ন্যাশানাল লেভেলে আমরা একটা ভালো কিছু কনট্রিবিউট করতে পারব । তো সবশেষে আমরা আপনার সুসাস্থ কামনা করি । আপনার অফিসে যারা আছে তাদের ও সুসাস্থ কামনা করি । ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আর পরবর্তীতে আবার যদি কোনো সময় আসি আবার দেখা হবে । আসসালামুআলাইকুম।

উওরদাতা: আমার পক্ষ থেকেও ধণ্যবাদ ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: অফিসের পক্ষ থেকেও ধণ্যবাদ ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: আর আমাদের সেক্টরে এই এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিসটেন্স নিয়ে যে কাজ করতেছেন এটার অঅপনাদের সফলতা কামনা করি । এটার যেন একটা পজিটিভ একটা আউটকাম আসে এবং এটার জাতে একটা ইমপ্লিটেশন হয় সেটার আশা রাখি ।

প্রশ্নকর্তা: ইনশাহআল্লাহ । দোয়া করবেন আমরা আশা বাদি । আসসালামুআলাইকুম।

উওরদাতা: ওয়ালাইকুম আসসালাম ।

প্রশ্নকর্তা: খোদা হাফেজ । (৩৫:৪১)